পাঠ ৫ নূতন নিয়মের বইগুলি

নূতন নিয়ম যখন লেখা হচ্ছিল তখন পুরাতন নিয়মের সময়কার অবস্থা অনেকখানি বদলে গিয়েছে। তখন আর ভাববাদীদের দিন ছিল না, অনেক লোকই আত্মিক বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছিল। এশিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ জাতিদের মত যিহূদী জাতিও তখন রোমান শাসনের অধীন। যিহূদীদের জন্য এটা একটা কষ্টকর সময় ছিল, আর তারাও স্বাধীনতা লাভে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু তবুও এই বিদেশী প্রভাবের ফলে কিছুটা উপকারও হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের পথগুলি যাতে নিরাপদ থাকে সেজন্য এক শক্তিশালী রোমান সেনাবাহিনী সেদিকে সদা সর্তক দৃষ্টি রাখত। আর যাতায়াতের সুব্যবস্থার ফলে গ্রীক সংস্কৃতি এবং সংগীত ও শিল্প-চর্চা সারা রোমে সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ঈশ্বর যে এই বিশেষ সময়ে তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠিয়েছিলেন, তা দৈবক্রমে হয়নি। তখন গ্রীক ভাষা অধিকাংশ লোকে বুঝত বলে তা সুসমাচার বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। আর রোমীয়দের শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা ও ধর্মীয়

ব্যাপারে তাদের উদারতা সুসমাচার প্রচারের পথ সহজ করেছিল।

নূতন নিয়মে যীশু খ্রীষ্টের জীবন কাহিনী ও খ্রীষ্ট ধর্মের প্রথম দিকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর বইগুলিতে সকল বিশ্বাসীদের জন্যই শিক্ষা ও প্রতিশ্রুতি আছে, এতে আছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাববাণী এবং খ্রীষ্টের সাথে অনন্তজীবন লাভের আনন্দপূর্ণ প্রত্যাশার বিবরণ। আমার বিশ্বাস, এই বইগুলি সম্বন্ধে জানার পর সরাসরি এদের সম্বন্ধে সত্য জানবার জন্য আপনার মনে এই বইগুলি পড়বার ইচ্ছা জাগবে।

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

নূতন নিয়মের বইগুলির শ্রেণী বিভাগ।

শ্রেণীগুলির ব্যাখ্যা।

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি

- নূতন নিয়মের সম্বন্ধে এবং তারা কি লিখছেন তা জানতে পারবেন।

০ বুঝতে পারবেন যে যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষাই হচ্ছে নূতন নিয়মের মূল বা প্রধান বিষয়।

নূতন নিয়মের বইগুলির শ্রেণী বিভাগ

লক্ষ্য ১ ঃ নূতন নিয়মের বইগুলির প্রধান শ্রেণী বিভাগগুলি উল্লেখ করতে পারা।

চতুর্থ পাঠে আমরা জেনেছি যে পুরাতন নিয়মের বইগুলির পাঁচটি প্রধান শ্রেণী আছে। নূতন নিয়মের বইগুলিকেও পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

পুরাতন নিয়মের মতই একটা হাতের ছবির সাহায্যে সহজেই এই শ্রেণগুলি মনে রাখা যায়।

নূতন নিয়মের বইগুলি

নূতন নিয়মে মোট ২৭টি বই আছে । নীচে ছকের সাহায্যে এদের বিভিন্ন শ্রেণীগুলি দেখানো হয়েছে ঃ

সুসমাচার (সুখবর)
মথি লিখিত সুসমাচার
মার্ক " "
লূক " "
যোহন " "

ইতিহাস
প্রেরিতদের
কার্যবিবরণ

সাধারণ পত্রাবলী
যাকোব
১ ও ২ পিতর
১, ও ২ ৩ যোহন
যিহূদা

প্রেরিত পৌলের পত্রাবলী
রোমীয়
১ ২ ও করিন্থীয়
গালাতীয়
ইফিষীয়
ফিলিপীয়
কলসীয়
১ ও ২ থিষলনীকীয়
১ ও ২ তীমথিয়
তীত
ফিলীমন
ইব্রীয়

ভাববাণী
প্রকাশিত
বাক্য

শ্রেণী বিভাগগুলির ব্যাখ্যা

সুসমাচার (সুখবর)

লক্ষ্য ২ঃ প্রতিটি সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্টের উপর যে ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা সনাক্ত করতে পারা।

মথি, মার্ক, লূক ও যোহন তাদের নাম বহনকারী সুসমাচার গুলিতে যীশু খ্রীষ্টের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। কখনও কখনও এই লেখকদের "চার সুসমাচার প্রচারক" বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এদের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

মথি যীশুকে রাজা বা মশীহ্‌রূপে তুলে ধরেছেন। মশীহের (যিহূদীরা তাদের প্রত্যাশিত রাজা বা উদ্ধারকর্তাকে এই নাম দিয়েছিল) সম্বন্ধে পুরাতন নিয়মের ভাববাণী উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রভু যীশুর মাধ্যমে সেই সব ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে।

মার্ক লিখেছিলেন রোমীয়দের জন্য, যাদের অধিকাংশই পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানত না। যীশু ঈশ্বরের দাস

রূপে জগতে এসেছিলেন, এটা দেখানোর জন্য তিনি তার সুখবরে নানা পরাক্রম কাজের বর্ণনা করেছেন।

লূক ছিলেন একজন চিকিৎসক। তিনি তার এক গ্রীক বন্ধুর জন্য এই সুখবর লিখেছিলেন। যীশু যে পূর্ণ মানব, তার উপরই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁকে মনুষ্য পুত্র হিসাবে তুলে ধরেছেন।

যোহন দেখিয়েছেন যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র এবং যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে তারা অনন্ত জীবন পায়।

প্রথম তিনটি সুসমাচারকে অনেক সময় "সংক্ষিপ্ত বা সার সুসমাচার-ত্রয়" বলা হয়। কারণ এগুলির মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের জীবনের সারমর্ম বা পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। এই তিনটি সুসমাচারে বর্ণিত ঘটনাবলী অনেকাংশে একই রূপ। কিন্তু যোহন যীশুর ইতিহাসের চেয়ে বরং তাঁর বচন ও শিক্ষার উপরই অত্যধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইতিহাস

লক্ষ্য ৩ঃ প্রেরিতদের কার্য-বিবরণীর মূল বাতাটি বলতে পারা।

যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে চলে যাওয়ার পর কিভাবে পবিত্র আত্মাকে পাঠালেন ও পৃথিবীতে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন তা

বলবার জন্যই লূক "প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ" বইটি লিখেছিলেন।

'প্রেরিত' মানে "যাকে পাঠানো হয়েছে।" আমাদের প্রভু যীশু "যাদের জগতে পাঠিয়েছিলেন" তারা কিভাবে জগতের কাছে সুসমাচার বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন তারই বিবরণ আমরা প্রেরিতদের কার্য বিবরণ বইটিতে পাই ।

প্রেরিত পৌল হচ্ছেন এই বইটির একটি প্রধান চরিত্র। তাকে পর জাতীয়, অর্থাৎ যিহূদী ছাড়া আর সব জাতির কাছে সুসমাচার বাক্য প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল । কোন কোন প্রচার অভিযানে লূক তার সাথে ছিলেন এবং তিনি এই ঘটনা বহুল অভিযানগুলির জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন । কিভাবে পবিত্র আত্মা বিভিন্ন দেশে খ্রীষ্ট-মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার জন্য পৌলকে ব্যবহার, করছিলেন, লূক তা বর্ণনা করেছেন।

প্রেরিত বইটির মূল বচন হচ্ছে ১ ঃ ৮ পদ । এই পদটি প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের মনে গেঁথে রাখা উচিৎ।

পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর যিরুশালেম, সারা যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে। (প্রেরিত ১ঃ৮)।

পৌলের পত্রাবলী

লক্ষ্য ৪ ঃ পত্র কথাটির মানে এবং পত্রাবলী কেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার কারণগুলির সনাক্ত করতে পারা।

পত্র মানে চিঠি এবং পত্রাবলী এর বহুবচন। প্রেরিত পৌল তেরো বা চৌদ্দটি চিঠি লিখেছিলেন। 'ইব্রীয়' বইটিতে লেখকের নাম না থাকায় তাই এটা পৌল লিখেছিলেন কিনা ঠিক বলা যায় না। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে পৌলই ঐটির লেখক। তাই এই বইটি আমরা পৌলের পত্রাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছি।

রোমীয়	১ ও ২ থিসলনীকীয়
১ ও ২ করিন্থীয়	১ ও ২ তীমথিয়
গালাতীয়	তীত
ইফিষীয়	ফিলীমন
ফিলিপীয়	ইব্রীয়
কলসীয়	

তখনকার দিনে কোন ছাপাখানা ছিল না বলে চিঠিগুলি এক মণ্ডলী থেকে আর এক মণ্ডলীতে পাঠানো হত। খুব সম্ভবতঃ

মণ্ডলীতে রাখবার ও পাঠ করবার জন্য প্রতিটি স্থানে মণ্ডলীর সভ্যগণ এগুলির অনুলিপি তৈরী রাখতেন।

রোমীয় বইটিতে পরিত্রাণের এক সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এইজন্য এই বইটিকে "খ্রীষ্টিয় মতবাদের প্রধান উৎস " বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিক গণিত হওয়াই এর মূল প্রসঙ্গ।

প্রেরিত পৌল করিন্থে তারই প্রতিষ্ঠিত মন্ডলীর উদ্দেশ্যে ১ ও ২ করিন্থীয় — এই চিঠি দুখানি লিখেছিলেন। মণ্ডলীতে আচরণ ও মতবাদ সংক্রান্ত সমস্যাদি নিয়ে এই চিঠি লেখা হয়েছিল।

এর পরের চিঠি গালাতীয়, যার মূল প্রসঙ্গ রোমীয় বইটির মত একই রূপ, অর্থাৎ বিশ্বাসে ধার্মিক গণিত হওয়া। কেউই ভাল কাজ করে নিজের পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে না, কিন্তু কেবলমাত্র যীশুখ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের দ্বারাই পরিত্রাণ লাভ হয়— এই-ই হচ্ছে বইটির প্রধান বিষয়।

পৌলকে যখন সুসমাচার প্রচার করবার জন্য জেলখানায় আটক করা হয়েছিল তখন তিনি কারাগারের বন্দি জীবনে ইফিষীয়, ফিলিপীয় ও কলসীয় এই চিঠিগুলি

লিখেছিলেন । এগুলি 'জেলখানা থেকে লেখা চিঠি' নামে পরিচিত । তিনি আদর্শ খ্রীষ্টিয় জীবন সম্পর্কে এগুলি লিখেছিলেন।

প্রভু যীশু স্বর্গ থেকে ফিরে আসবার ঠিক আগে কি কি ঘটনা ঘটবে থিষলনীকীয়দের কাছে লেখা উভয় চিঠিতে আমরা তারই বিবরণ পাই। ১ থিষলনীকীয় ৪ : ১৩-১৮ পদে আপনি তাঁর এই পুনরাগমনের বিষয় পাবেন।

প্রেরিত পৌলের চারটি চিঠি ব্যক্তি বিশেষের কাছে লেখা হয়েছিল। তীমথিয়ের কাছে লেখা দুটি চিঠি এবং তীতের কাছে লেখা একটি চিঠি পালকদের জন্য বিশেষ উপকারী । খ্রীষ্টের জন্য প্রাণ দেওয়ার ঠিক আগে তিনি তীমথীয়কে তার শেষ চিঠিটি লিখেছিলেন ও তাকে বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন । ২ তীমথীয় ৪:৫-৮ পদ পড়ুন।

ওনীষিম ছিল ফিলীমনের ক্রীতদাস। সে ফিলীমনের বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, পরে জেলখানায় থাকাকালে পৌলের প্রাচারের ফলে সে পরিত্রাণ পেয়েছিল । প্রেরিত পৌল ফিলিমনকে লিখেছেন যেন সে ওনীষিমকে ক্ষমা করে ও খ্রীষ্ট যীশুকে একজন ভাই হিসাবে তাকে গ্রহণ করে।

ইব্রীয় বইটির মূল কথা হচ্ছে "আরও ভাল"। হিব্রু (বা ইব্রীয়) খ্রীষ্টানদের কাছে লেখা এই চিঠিতে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে নতুন নিয়মটি পুরানোটির চেয়ে আরও ভাল। ইব্রীয় বইটি আমাদের দেখায় যে ব্যবস্থার বা পুরাতন নিয়মের ধর্মানুষ্ঠান ও বলি উৎসর্গ ছিল প্রভু যীশুরই, যিনি আমাদের মহাযাজক হয়েছেন এবং আমাদের পাপের জন্য শ্রেষ্ঠ বলি-স্বরূপ হয়েছেন।

সাধারণ পত্রাবলী

লক্ষ্য ৫ঃ সাধারণ পত্রাবলীর প্রত্যেক লেখকের প্রধান শিক্ষাটি উল্লেখ করতে পারা।

পৌলের পত্রাবলী যাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল তাদের নাম অনুসারেই সেগুলির নামকরণ করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ পত্রাবলীর নামকরণ লেখকদের নাম অনুসারেই করা হয়েছে।

যাকোবের বইটি যিনি লিখেছেন,তিনি ছিলেন যিরুশালেম মণ্ডলীর পালক, এবং সম্ভবতঃ প্রভু যীশুর ভাই। যোহনের ভাই যাকোবকে আগেই বধ করা হয়েছিল।

যাকোব এই শিক্ষা দিয়েছেন যে খ্রীষ্টের উপর জীবন্ত

বিশ্বাস আমাদের মধ্যে ভাল কাজ উৎপন্ন করবে। আমাদের কাজ আমাদের উদ্ধার করে না, কিন্তু আমরা যদি উদ্ধার পাই তাহলে আমরা আমাদের সাধ্যমত ঈশ্বর ও তাঁর প্রজাদের সেবা করব।

কষ্ট ভোগকারী খ্রীষ্টিয়ানদের উৎসাহ দিয়ে **পিতর** যে চিঠিগুলি লিখেছেন তা তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রভু একদিন ফিরে আসবেন ও তাদের বিশ্বস্ততার পুরস্কার দেবেন।

যীশুর প্রিয় শিষ্য **যোহন** বারোজন শিষ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বছর জীবিত ছিলেন। তিনি তার নাম বহনকারী একটি সুসমাচার ও তিনটি চিঠি লিখেছেন। তার লেখার সর্বত্রই রয়েছে ঈশ্বরের ভালবাসার কথা, যা আমাদের পরস্পরকে ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

প্রকাশিত বাক্য বইটিও তিনি লিখেছেন। এই বইয়ে যীশু খ্রীষ্টকে রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু রূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

যিহূদা নূতন নিয়মের সর্বশেষ চিঠি। এই চিঠিটা যাকোবের এক ভাই লিখেছেন, যিনি সম্ভবতঃ যীশুরও ভাই ছিলেন। তিনি ভুল শিক্ষা সম্বন্ধে পাঠকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে প্রভু যীশু জগতের বিচার করবার জন্য আসছেন।

ভাববাণী ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ প্রকাশিত বাক্য বইটির কিছু কিছু বিষয় এবং এই বইটির গুরুত্ব সনাক্ত করতে পারা।

প্রকাশিত বাক্য বইটিকে গুপ্ত বিষয়ের প্রকাশ বা দিব্য প্রকাশও বলা হয়, কারণ এই বইটিতে ভবিষ্যতের বিষয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এর প্রতীকী দর্শনগুলি পুরাতন নিয়মের দানিয়েল ভাববাদীর দর্শনগুলির মত। তখন যোহন একজন বৃদ্ধ লোক, এবং তিনি পাটমো দ্বীপে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। এই নিঃসঙ্গ জীবনেই তিনি এই জগতের শেষকাল, স্বর্গ ও ঈশ্বরের রাজ্যের আগমণ সম্বন্ধে দর্শন পেয়েছিলেন।

যীশু যখন এই পৃথিবীতে তাঁর কর্তব্য কাজ সম্পন্ন করেন। তখন যোহন যীশুকে দেখেছেন ও জেনেছেন, কিন্তু তিনি আবার যীশুকে মহা পরাক্রমশালী বিজয়ীরূপে দেখলেন। তিনি তাঁকে এমন এক ব্যক্তিরূপে দেখলেন যিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী (প্রকাশিত ১ ঃ ১৮)।

যীশুর সম্বন্ধে এই দর্শন যেমন যোহনের জন্য পাটমো দ্বীপকে স্বর্গের প্রবেশ-দ্বারে পরিণত করেছিল, তেমনি তা পড়ে আজ আমরা অন্ধকারে আলো, দুঃখে আনন্দ ও হতাশাপূর্ণ পৃথিবীতে আশার সন্ধান পেতে পারি।